

Meghna + Jamuna Batch

Exam-23

বাংলা = বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ(চর্যাপদ) + মধ্যযুগ

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম কোথা থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন?

- (ক) চীন
- (খ) নেপাল *
- (গ) ভারত
- (ঘ) শ্রীলংকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদের অন্য নাম চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে প্রকাশিত হয়।
- চর্যাপদ রচিত হয় পাল আমলে।
- চর্যাপদ হলো গানের সংকলন বা সাধনসংগীত।
- চর্যাপদ রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

২। চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচয়িতা কে?

- (ক) লুই পা
- (খ) ভুসুকু পা
- (গ) কাহ্ন পা *
- (ঘ) সরহ পা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্ন পা। তার রচিত পদ সংখ্যা ১৩ টি।
- তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায় নি।
- চর্যাপদের আদি কবি লুই পা। তিনি চর্যাপদের ২টি পদ রচনা করেছেন। চর্যাপদের ভুসুকু পা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত পদ ৮ টি।
- সরহ পা রচনা করেন ৪ টি পদ।
- চর্যাপদের প্রথম পদ "কাআ তরুর পাঞ্চ বি ডাল, চঞ্চল চীএ পইঠা কাল"।
- চর্যাপদের ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫, ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা --

- (ক) ব্রজবুলি
- (খ) জগাখিচুড়ি
- (গ) সঙ্ক্যাভাষা
- (ঘ) বঙ্গকামরূপী *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা বঙ্গকামরূপী। তিনি চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করেন Buddhist Mystic Songs গ্রন্থে।
- চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রমাণ করেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, চর্যাপদের ভাষা সঙ্ক্যা বা সঙ্ক্যাভাষা বা আলো আঁধারির ভাষা।
- ব্রজবুলি হলো একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এটি তৈরি। বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেন।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৪। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের পদ সংখ্যা কত?

- (ক) ৪৬ টি
- (খ) সাড়ে ৪৬ টি

- (গ) ৪৯ টি
- (ঘ) ৫০ টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের পদসংখ্যা ৫০ টি এবং পদকর্তা ২৩ জন।
- ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫১ টি এবং পদকর্তা ২৪ জন।
- চর্যাপদের প্রাপ্ত পদসংখ্যা সাড়ে ৪৬ টি।
- ২৩ নং এর অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি।
- সর্বোচ্চ ১৩ টি পদ রচনা করেছেন কাহ্ন পা।
- চর্যাপদের পদকর্তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক "পা" ব্যবহার করা হয়।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৫। চর্যাপদ প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

- (ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ *
- (খ) এশিয়াটিক সোসাইটি
- (গ) শ্রীরামপুর মিশন
- (ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদ ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়।
- এশিয়াটিক সোসাইটি হতে ২০০৩ সালে অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় “বাংলাপিডিয়া”।
- শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেলের অনুবাদ, এবং দিকদর্শন ও সমাচার দর্পণ নামে দুটি পত্রিকা।
- বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অপরিমিত। এই কলেজের বাংলা বিভাগের পন্ডিতরা বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন—
 - উইলিয়াম কেরী - কথোপকথন, ইতিহাসমালা
 - রামরাম বসু – রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, লিপিমাল্য।
 - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার – হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করেন কে?

- (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- (খ) বসন্তরঞ্জন রায় *
- (গ) প্রমথ চৌধুরী

(ঘ) রামমোহন রায়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায়। ১৯০৯ সালে তিনি পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে এটি উদ্ধার করেন।
- কাব্যটির অন্য নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- কাব্যটি ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চন্দ্রীদাস।
- কাব্যটি ১৩ টি খন্ডে বিভক্ত।
- প্রধান চরিত্র – রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ্য গ্রন্থাগার হতে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী।
- প্রমথ বাংলা ব্যাকরণ “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” এর রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৭। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?

- (ক) চন্দ্রীদাস *
- (খ) বিদ্যাপতি
- (গ) জ্ঞানদাস
- (ঘ) আলাওল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা চন্ডীদাস। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে ৪ জন চন্ডীদাসের কবিতা পাওয়া যায়। তারা হলেন-
 - বড় চন্ডীদাস
 - চন্ডীদাস
 - দ্বিজ চন্ডীদাস
 - দ্বীন চন্ডীদাস
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেন। তাকে বলা হয় "মিথিলার কোকিল" এবং "কবি কণ্ঠহার"।
- বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম কবি জ্ঞানদাস। তিনি চন্ডীদাসের ভাব শিষ্য ছিলেন।
- মধ্যযুগের অন্যতম মুসলিম কবি আলাওল। আরাকান রাজসভায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি। তার বিখ্যাত রচনা
 - পদ্মাবতী
 - তোহফা
 - হপ্তপয়কর
 - সিকান্দারনামা ইত্যাদি।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৮। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

- (ক) কানাহরি দত্ত
- (খ) শাহ মুহাম্মদ সগীর

- (গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
- (ঘ) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তার রচিত কাব্যের নাম "শ্রী শ্রী চন্ডীমঙ্গল"। তার উপাধি "কবিকঙ্কন"।
- চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিকদত্ত।
- চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র-- কালকেতু, ফুল্লরা।
- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।
- মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর। ইউসুফ জোলেখা অনুবাদ করে তিনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এর সূচনা করেন।
- মঙ্গলযুগের এবং মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি অনঙ্গদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ "সত্য পীরের পাঁচালী"।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৯। চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

- (ক) বৃন্দাবন দাস
- (খ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ *
- (গ) লোচন দাস

(ঘ) মুরারিগুপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শ্রী চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনী রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তার রচিত বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল জীবনী গ্রন্থটির নাম "চৈতন্যচরিতামৃত"।
- চৈতন্যদেবের জীবনীকে কড়চা বলা হয়। কড়চা অর্থ দিনলিপি।
- চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ "চৈতন্য-ভাগবত" রচনা করেন বৃন্দাবন দাস।
- লোচনদাস রচনা করেন চৈতন্যমঙ্গল।
- মুরারিগুপ্ত রচনা করেন "শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত"।
- বৈষ্ণবধর্ম, মানবপ্রেম ধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেব।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১০। মর্সিয়া কী?

- (ক) আনন্দগীতি
- (খ) পল্লীগীতি
- (গ) শোকগীতি *
- (ঘ) গীতিকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মর্সিয়া হলো শোকগীতি। মর্সিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।

- কারবালার ঘটনাকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা "মর্সিয়া" সাহিত্য নামে পরিচিত।
- মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তার রচিত গ্রন্থ "জয়নবের চৌতিশা"।
- মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যতম কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচনা করেন "জঙ্গনামা"।
- মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যান্য কবিরা হলেন- গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ খান, রাধারমণ গোপ।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১১। "মৈমনসিংহ গীতিকা" সংগ্রহ করেন কে?

- (ক) দীনেশচন্দ্র সেন
- (খ) চন্দ্রকুমার দে *
- (গ) মনসুর বয়াতি
- (ঘ) চন্দ্রাবতী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে। তিনি এগুলো মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটি এলাকা থেকে সংগ্রহ করেন।
- "মৈমনসিংহ গীতিকা" সম্পাদনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন।
- "মৈমনসিংহ গীতিকা" প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এটি বিশ্বের ২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

- মনসুর বয়াতি মৈমনসিংহ গীতিকার "দেওয়ানা মদিনা" পালার রচয়িতা।
- চন্দ্রাবতী মৈমনসিংহ গীতিকার "দেওয়ানা ভাবনা" পালার রচয়িতা।
- মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা দুটিও চন্দ্রাবতীর রচনা।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১২। "খনার বচন" এর মূলভাব কী?

- (ক) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি *
- (খ) সামাজিক মঙ্গলবোধ
- (গ) রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি
- (ঘ) প্রণয় সংগীত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- খনার বচনের মূলভাব শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি। বচনগুলো প্রধানত কৃষিভিত্তিক।
- খনার বচন ৮ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত।
- রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ জ্যোতিষি বরাহমিহির এর পুত্রবধু খনা একজন বিদুষী বাঙালি নারী ছিলেন।
- তার বচনগুলোর মাধ্যমে কৃষি আবহাওয়া এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয় জানা যায়।
- গুরুত্বপূর্ণ খনার বচন "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস"; "কলা রুয়ে না কেটো পাতা, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত"; "উনা

ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল"।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৩। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?

- (ক) বাল্মীকি
- (খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- (গ) কাশীরাম দাস *
- (ঘ) শ্রীকর নন্দী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারতের মূল রচয়িতা বেদব্যাস।
- সংস্কৃত থেকে বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক শ্রীকর নন্দী।
- বাল্মীকি হলেন রামায়ণ এর রচয়িতা।
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত মহাভারতের নাম পরাগলী মহাভারত।
- শ্রীকর নন্দী অনূদিত মহাভারতের নাম "ছুটিখানী মহাভারত"।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?

- (ক) নাথ সাহিত্য
- (খ) পদাবলি
- (গ) মঙ্গলকাব্য
- (ঘ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে রোমান্সধর্মী কাব্যের অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা করেন মুসলমান কবিরা।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- তিনি পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামীর রচনা থেকে অনুবাদ করেন ইউসুফ জোলেখা।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্যতম কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচনা করেন লাইলী মজনু। গ্রন্থটি আব্দুর রহমান জামীর "লায়লা ওয়া মাজনুন" কাব্যের অনুবাদ।
- ===শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলনে নাথ ধর্মের উদ্ভব হয়। নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তার রচিত নাথ সাহিত্য "গোরক্ষ বিজয়"।
- পদাবলি রচনা করেন বৈষ্ণব কবিরা। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস,

গোবিন্দদাস, বিজয়গুপ্ত এ ধারার কবি।

- মঙ্গলকাব্য রচনা করেন হিন্দু ধর্মের কবিরা। মানিক দত্ত, কানা হরিদত্ত, ভারতচন্দ্র রায়, মুকুন্দরাম মঙ্গল কাব্য ধারার কবি।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৫। "ইউসুফ জোলেখা" প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেন কে?

- (ক) সাবিরিদ খান
- (খ) দৌলত উজির বাহরাম খান
- (গ) সৈয়দ সুলতান
- (ঘ) শাহ মুহাম্মদ সগীর *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইউসুফ জোলেখা প্রণয়কাব্যের মূল রচয়িতা পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামী। এর বাংলা অনুবাদ করেন শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- সাবিরিদ খানের রচিত গ্রন্থ
 - I. বিদ্যাসুন্দর
 - II. রসূল বিজয়
 - III. হানিফা ও কয়রাপরী।
- দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত গ্রন্থ
 - I. লাইলী মজনু
 - II. ইমাম বিজয়
 - III. জঙ্গনামা
- সৈয়দ সুলতানের কাব্যগ্রন্থ
 - I. নবীবংশ
 - II. জ্ঞান-প্রদীপ

III. জ্ঞানচৌতিশা

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৬। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?

- (ক) কোরেশী মাগন ঠাকুর
- (খ) দৌলত কাজী *
- (গ) আলাওল
- (ঘ) মরদন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তিনি লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা। তার কাব্যগ্রন্থ "সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী"। হিন্দি কবি সাধন এর "মৈনাসত" কাব্য অবলম্বনে রচিত।
- কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তার রচিত কাব্য চন্দ্রাবতী। তিনি আলাওলের "পদ্মাবতী" ও "সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান" কাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
- আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। তার রচিত গ্রন্থ- পদ্মাবতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান, হপ্তপয়কর, তোহফা এবং সিকান্দারনামা।
- আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি মরদন। তার রচনা "নসীরনামা"।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৭। মহাকবি আলাওল রচিত গ্রন্থ--

- (ক) পদ্মাবতী *
- (খ) লায়লী-মজনু
- (গ) ইউসুফ-জোলেখা
- (ঘ) গোরক্ষবিজয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মালিক মুহম্মদ জয়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত "পদুমাবৎ" অবলম্বনে আলাওল রচনা করেন পদ্মাবতী। কাব্যটি ১৬৪৮ সালে রচিত।
- পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামীর "লায়লা ওয়া মাজনুন" এর অনুবাদ লায়লী মজনু রচনা করেন দৌলত উজির বাহরাম খান।
- আব্দুর রহমান জামীর "ইউসুফ জোলেখা" এর অনুবাদ রচনা করেন শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- "গোরক্ষবিজয়" নাথ সাহিত্যের রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৮। কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজ কর্মচারী ছিলেন?

- (ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- (খ) শাহ মুহাম্মদ সগীর *
- (গ) সৈয়দ হামজা
- (ঘ) জয়েনউদ্দীন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শাহ মুহাম্মদ সগীর গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজ কর্মচারী ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি "ইউসুফ-জোলেখা" রচনা করেন।
- সাহিত্যনুরাগী গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের পারস্য কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় হতো।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যুগ সন্ধিক্ষণের কবি। তিনি "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- পুঁথি সাহিত্যিক সৈয়দ হামজার রচনা-
 - I. মধুমালতী,
 - II. আমীর হামজা
 - III. হাতেম তায়ী।
- জয়েনউদ্দীন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন। তিনি রচনা করেন রসূল-বিজয়।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

১৯। "সোনাভান" কাব্যটির রচয়িতা কে?

- (ক) ফকির গরীবুল্লাহ *
- (খ) রামনিধি গুপ্ত
- (গ) দাশরথি রায়
- (ঘ) রামপ্রসাদ সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "সোনাভান" কাব্যটির রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি।
- আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত তার পুঁথি কাব্যগুলো হলো- আমীর হামজা, জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি, ইউসুফ-জোলেখা।
- রামনিধি গুপ্ত বাংলা টপ্পা গানের জনক।
- দাশরথি রায় পাঁচালী গানের জনক।
- রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলির জনক। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম- বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন।

❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

২০। "ভাড়দত্ত" চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?

- (ক) মনসামঙ্গল
- (খ) অন্নদামঙ্গল
- (গ) চণ্ডীমঙ্গল *
- (ঘ) ধর্মমঙ্গল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাড়দত্ত চরিত্রটি পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র ভাড়দত্ত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য চরিত্র- কালকেতু, ফুল্লরা, চণ্ডী। চণ্ডী ছিলেন শিবের স্ত্রী।

- মনসা মঙ্গল কাব্যের চরিত্র- মনসা, চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দর।
- অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র- ঈশ্বরী পাটনী, হিরামালিনী।

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র- হরিশচন্দ্র, লাউসেন।
- ❖ তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

গণিত: মিশ্রণ এবং অনুপাত ও সমানুপাত

২১। একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার পরিমাণ ৩:১। মিশ্রণে সোনার পরিমাণ কত?

- (ক) ১০ গ্রাম
(খ) ১২ গ্রাম *
(গ) ৮ গ্রাম
(ঘ) ১৪ গ্রাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে, গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত = ৩:১

∴ অনুপাতদ্বয়ের যোগফল

$$= (৩+১) = ৪$$

মিশ্রণে সোনার পরিমাণ = (১৬

এর $\frac{৩}{৪}$) গ্রাম

$$= (১৬ \times \frac{৩}{৪})$$

গ্রাম

$$= ১২ \text{ গ্রাম}$$

২২। ৪০ কেজি মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের অনুপাত ৪:১। মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের অন্তর কত কেজি?

- (ক) ৩২ কেজি
(খ) ৮ কেজি
(গ) ২৪ কেজি *
(ঘ) ২০ কেজি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

মিশ্রণের পরিমাণ ৪০ কেজি

মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের অনুপাত

$$= ৪:১$$

অনুপাত দুইটির যোগফল = ৪+১

$$= ৫$$

∴ মিশ্রণে বালির পরিমাণ = ৪০

এর $\frac{৪}{৫}$ কেজি

$$= ৩২ \text{ কেজি}$$

মিশ্রণে সিমেন্টের পরিমাণ = ৪০

এর $\frac{১}{৫}$ কেজি

$$= ৮ \text{ কেজি}$$

∴ মিশ্রণে বালি ও সিমেন্টের অন্তর =

(৩২-৮) কেজি

$$= ২৪ \text{ কেজি}$$

২৩। ৫০ কেজি দুধের সাথে ৫ কেজি চিনি মেশানো হলে, চিনি মিশ্রিত দুধে চিনিও দুধের অনুপাত কত?

- (ক) ৫:১০
(খ) ১:৫০
(গ) ২:১০
(ঘ) ১:১০ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

৫০ কেজি দুধে ৫ কেজি চিনি মেশালে,

মোট মিশ্রণ

$$= (৫০+৫) \text{ কেজি}$$

$$= ৫৫ \text{ কেজি}$$

∴ মিশ্রণে চিনি ও দুধের অনুপাত =
৫:৫০

$$= ১:১০$$

২৪। একটি সোনার গহনার ওজন ৩২ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩:১। এতে কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত ৪:১ হবে?

(ক) ৪ গ্রাম *

(খ) ৬ গ্রাম

(গ) ৩ গ্রাম

(ঘ) ২ গ্রাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে, ৩২ গ্রাম গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত ৩:১

$$\therefore \text{অনুপাত দুইটির যোগফল} = ৩ + ১ \\ = ৪$$

মিশ্রণে সোনার পরিমাণ = ৩২ এর $\frac{৩}{৪}$ গ্রাম

$$= ২৪ \text{ গ্রাম}$$

মিশ্রণে তামার পরিমাণ = ৩২ এর $\frac{১}{৪}$ গ্রাম
= ৮ গ্রাম

মনে করি,
মিশ্রণে X গ্রাম সোনা মেশালে অনুপাত ৪:১ হবে।

শর্ত অনুসারে,

$$২৪ + X : ৮ = ৪ : ১$$

$$\text{বা, } \frac{২৪ + X}{৮} = \frac{৪}{১}$$

$$\text{বা, } ২৪ + X = ৩২$$

$$\text{বা, } X = ৩২ - ২৪$$

$$\therefore X = ৮$$

∴ সোনা মেশাতে হবে ৮ গ্রাম।

২৫। ৬০ লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত ২:১। কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি ১:২ হবে?

(ক) ৬০ *

(খ) ৭০

(গ) ৮০

(ঘ) ৯০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে, ৬০ লিটার কমলার রসে আম ও কমলার অনুপাত ২:১

$$\therefore \text{অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল} = \\ ২ + ১ = ৩$$

ফলের রসে আমের পরিমাণ = (৬০ এর $\frac{২}{৩}$) লিটার

$$= ৪০ \text{ লিটার}$$

ফলের রসে কমলার পরিমাণ = (৬০ এর $\frac{১}{৩}$) লিটার

$$= ২০ \text{ লিটার}$$

ধরি, X লিটার কমলার রস মিশালে অনুপাতটি ১:২ হবে।

শর্তমতে,

$$৪০ : ২০ + X = ১ : ২$$

$$\text{বা, } \frac{৪০}{২০ + X} = \frac{১}{২}$$

$$\text{বা, } ২০ + X = ৮০$$

$$\text{বা, } X = ৮০ - ২০$$

$$\therefore X = ৬০$$

∴ কমলার রসের পরিমাণ ৬০
লিটার বৃদ্ধি করতে হবে।

২৬। ৩৬ কেজি ওজনের একটি
দ্রবণে লবণ ও পানির অনুপাত ৪:৫।
যদি দ্রবণে ৬ কেজি পানি যোগ করা
হয়, তাহলে নতুন দ্রবণে পানি ও
লবণের অনুপাত কত হবে?

- (ক) ১৫ : ১৩
(খ) ১৩ : ১৫
(গ) ১৩ : ৮ *
(ঘ) ১৩ : ১০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,
৩৬ কেজি দ্রবণে লবণ ও পানির
অনুপাত ৪:৫।
অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল =
 $৪+৫ = ৯$

দ্রবণে লবণের পরিমাণ = $(৩৬ \times \frac{৪}{৯})$
কেজি
= ১৬ কেজি

দ্রবণে পানির পরিমাণ = $(৩৬ \times \frac{৫}{৯})$
কেজি
= ২০ কেজি

৬ কেজি পানি যোগ করায় নতুন দ্রবণে,
পানি ও লবণের অনুপাত হবে = $(২০ + ৬) : ১৬$
= ২৬ : ১৬
= ১৩ : ৮

২৭। একটি পাত্রে দুধ ও পানির
অনুপাত ৫:১। দুধের পরিমাণ পানির
পরিমাণ হতে ৮ লিটার বেশি হলে
পানির পরিমাণ কত?

- (ক) ৮ লিটার
(খ) ৬ লিটার
(গ) ৪ লিটার
(ঘ) ২ লিটার *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,
দুধ ও পানির অনুপাত = ৫:১
এবং দুধের পরিমাণ পানির পরিমাণ হতে
৮ লিটার বেশি
ধরি, দুধের পরিমাণ $৫X$ লিটার ও পানির
পরিমাণ X

শর্তমতে,

$$৫X - X = ৮$$

$$\text{বা, } ৪X = ৮$$

$$\therefore X = ২$$

∴ পানির পরিমাণ ২ লিটার।

২৮। একটি ঝুড়িতে মোট ১৩০ টি
আম ও পেয়ারার অনুপাত ৩:২। উক্ত
ঝুড়িতে আম ও পেয়ারার অনুপাত
১:১ করতে হলে কতটি নতুন ফল
যোগ করতে হবে?

- (ক) ২৫ টি
(খ) ২৬ টি *
(গ) ২৭ টি
(ঘ) ১৩ টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

ঝুড়িতে আম ও পেয়ারার অনুপাত ৩:২
অনুপাত দুইটির সমষ্টি = (৩+২) = ৫

ঝুড়িতে আম আছে = $(১৩০ \times \frac{৩}{৫})$ টি
= ৭৮ টি

ঝুড়িতে পেয়ারা আছে = $(১৩০ \times \frac{২}{৫})$ টি
= ৫২ টি

ঝুড়িতে নতুন ফল যোগ করতে হবে =
(৭৮ - ৫২) টি পেয়ারা
= ২৬ টি

পেয়ারা

∴ ২৬ টি পেয়ারা যোগ করলে ঝুড়িতে
আম ও পেয়ারার অনুপাত ১:১ হবে।

২৯। ৬৪ কিলোগ্রাম বালি ও পাথর
টুকরার মিশ্রণে বালির পরিমাণ
২৫%। কত কিলোগ্রাম বালি মিশালে
নতুন মিশ্রণে পাথর টুকরার পরিমাণ
৪০% হবে?

- (ক) ৫২ কেজি
(খ) ৫৫ কেজি
(গ) ৫৬ কেজি *
(ঘ) ৬০ কেজি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

মিশ্রণে বালির পরিমাণ ২৫%
∴ মিশ্রণে পাথরের পরিমাণ = (১০০ -
২৫)%
= ৭৫%

মিশ্রণে পাথর : বালি = ৭৫ : ২৫
= ৩ : ১

অনুপাত দুইটির যোগফল = ৩ + ১
= ৪

∴ মিশ্রণে পাথরের পরিমাণ = $(৬৪ \times \frac{৩}{৪})$ কিলোগ্রাম

= ৪৮ কিলোগ্রাম

∴ মিশ্রণে বালির পরিমাণ = $(৬৪ \times \frac{১}{৪})$

কিলোগ্রাম

= ১৬ কিলোগ্রাম

ধরি, মিশ্রণে X কিলোগ্রাম বালি মেশালে
পাথরের পরিমাণ ৪০% হবে।

নতুন অনুপাত = পাথর : বালি

= ৪০ : ৬০

= ২ : ৩

শর্তমতে,

$৪৮ : (১৬ + X) = ২ : ৩$

বা, $\frac{৪৮}{১৬ + X} = \frac{২}{৩}$

বা, $৩২ + ২X = ১৪৪$

বা, $২X = ১৪৪ - ৩২$

বা, $২X = \frac{১১২}{২}$

∴ $X = ৫৬$

∴ বালি মেশাতে হবে ৫৬ কিলোগ্রাম।

৩০। ৫০ লিটার চিনির দ্রবণে ৩%
চিনি আছে। কত লিটার পানি
বাস্পীভূত করলে চিনি ৫% হবে?

(ক) ১২

(খ) ২০ *

(গ) ১০

(ঘ) ৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,

৫০ লিটার দ্রবণে চিনির পরিমাণ = ৫০

এর ৩%

$$= ৫০ \times \frac{৩}{১০০}$$

$$= ১.৫ \text{ লিটার}$$

ধরি, পানি বাষ্পীভূত করতে হবে x লিটার
প্রশ্নমতে,

$$(৫০ - x) \text{ এর } ৫\% = ১.৫$$

$$\text{বা, } (৫০ - x) \times \frac{৫}{১০০} = ১.৫$$

$$\text{বা, } ৫০ - x = ১.৫ \times \frac{১০০}{৫}$$

$$\text{বা, } ৫০ - ৩০ = x$$

$$\therefore x = ২০$$

\therefore ২০ লিটার পানি বাষ্পীভূত করতে হবে।

৩১। ২৫ : ৮১ দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি?

$$(ক) \frac{৮১}{২} : \frac{২৫}{২}$$

$$(খ) ৫ : ৯^*$$

$$(গ) \frac{২৫}{২} : \frac{৮১}{২}$$

$$(ঘ) ৯ : ৫$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ২৫ : ৮১ এর দ্বিভাজিত অনুপাত

$$= \sqrt{২৫} : \sqrt{৮১}$$

$$= ৫ : ৯$$

৩২। ৬৩ কে ৮ : ৯ অনুপাতে হ্রাস করলে নতুন সংখ্যা হবে—

(ক) ৫৬*

(খ) ৫৮

(গ) ৬০

(ঘ) ৬২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ধরি,

হ্রাসকৃত সংখ্যাটি = x

শর্তমতে,

$$x : ৬৩ = ৮ : ৯$$

$$\text{বা, } \frac{x}{৬৩} = \frac{৮}{৯}$$

$$\text{বা, } x = ৫৬$$

\therefore নতুন সংখ্যাটি ৫৬

৩৩। ১০, ৪০, ৫০ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কত?

(ক) ১০০

(খ) ২০০*

(গ) ৩০০

(ঘ) ৪০০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ধরি, চতুর্থ সমানুপাতিক x
প্রশ্নমতে,

$$১ম : ২য় = ৩য় : ৪র্থ$$

$$\frac{১ম}{২য়} = \frac{৩য়}{৪র্থ}$$

$$\therefore ১ম \times ৪র্থ = ২য় \times ৩য়$$

$$১০ \times x = ৪০ \times ৫০$$

$$x = \frac{80 \times 50}{10}$$

$$x = 200 \text{ (উত্তর)}$$

৩৪। ২৬১টি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে?

(ক) ৪৫

(খ) ৮১

(গ) ৯০

(ঘ) ১৩৫*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ভাইদের মধ্যে আমের অনুপাত $\frac{1}{3} : \frac{1}{4}$

$$: \frac{1}{6}$$

$$৩, ৫ এবং ৯ এর ল.সা.গু = ৪৫$$

$$\therefore \left(\frac{1}{3} \times ৪৫ : \frac{1}{4} \times ৪৫ : \frac{1}{6} \times ৪৫ \right) = ১৫$$

$$: ৯ : ৫$$

$$\text{অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল} = (১৫ + ৯ + ৫) = ২৯$$

$$\therefore \text{প্রথম ভাই আম পাবে} = ২৬১ \times \frac{১৫}{২৯} = ১৩৫ \text{টি}$$

৩৫। ২১,০০০ টাকা তিনজন বিনিয়োগকারীর মধ্যে ১ : ২ : ৪ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য কত হবে?

(ক) ৭৫০০ টাকা

(খ) ৬০০০ টাকা

(গ) ৩০০০ টাকা

(ঘ) ৯০০০ টাকা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

■ ধরি, তিনজন বিনিয়োগকারীর টাকা যথাক্রমে

$$x, 2x, 8x \text{ টাকা}$$

প্রশ্নমতে,

$$x + 2x + 8x = ২১০০০$$

$$\Rightarrow 9x = ২১০০০$$

$$x = ৩০০০$$

$$\therefore \text{ক্ষুদ্রতর অংশ} = x = ৩০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{বৃহত্তর অংশ} = 8x = 8 \times ৩০০০ = ২৪০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{পার্থক্য} = (২৪০০০ - ৩০০০) = ২১০০০ \text{ টাকা}$$

৩৬। পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত?

(ক) ১৮ টাকা

(খ) ৩৬ টাকা

(গ) ৭২ টাকা*

(ঘ) ৯৬ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\begin{aligned} \text{পনির : তপন} &= (৪ : ৩) (\times ৫) = ২০ : ১৫ \\ \text{রবিন : তপন} &= (৪ : ৫) (\times ৩) = ১২ : ১৫ \\ \therefore \text{পনির : রবিন : তপন} &= ২০ : ১২ : ১৫ \end{aligned}$$

ধরি, পনির, রবিন, তপনের আয় যথাক্রমে

$$20x, 12x, 15x$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 20x = ১২০$$

$$\therefore x = ৬$$

$$\therefore \text{রবিনের আয়} = ১২ \times ৬ = ৭২ \text{ টাকা}$$

৩৭। একটি ভগ্নাংশের হর ও লবের অনুপাত ৩:২। লব থেকে ৬ বাদ দিলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যায়, সেটি মূল ভগ্নাংশের $\frac{2}{3}$ গুণ হয়। ভগ্নাংশটির

লব কত?

- (ক) ১২
- (খ) ১৬
- (গ) ১৮*
- (ঘ) ২০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মনে করি,
ভগ্নাংশটির লব = ২ক
ভগ্নাংশটির হর = ৩ক
প্রশ্নমতে,

$$\frac{২ক-৬}{৩ক} = \frac{২}{৩} \times \frac{২}{৩}$$

$$\text{বা, } \frac{২ক-৬}{৩ক} = \frac{৪}{৯}$$

$$\text{বা, } ১৮ক - ৫৪ = ১২ক$$

$$\text{বা, } ১৮ক - ১২ক = ৫৪$$

$$\text{বা, } ৬ক = ৫৪$$

$$\text{বা, } ক = ৯$$

$$\therefore \text{ভগ্নাংশটির লব} = ২ \times ৯ = ১৮$$

৩৮। দুটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং গ.সা.গু ৪ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত?

- (ক) ৬
- (খ) ৮
- (গ) ১২*
- (ঘ) ১৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি,
সংখ্যা দুটি $2x, 3x$

$$\therefore 2x, 3x \text{ এর গ.সা.গু } x$$

প্রশ্নমতে,

$$x = 4$$

$$\therefore \text{বৃহত্তর সংখ্যাটি } (3 \times 4) = 12$$

৩৯। দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী?

- (ক) ৭, ১১
- (খ) ১২, ১৮
- (গ) ১, ২৪
- (ঘ) ১০, ১৬*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি,
সংখ্যা দুটি $5x, 8x$
প্রশ্নমতে,

$$\frac{5x + 2}{8x + 2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 15x + 6 = 16x + 4$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore \text{সংখ্যা দুটি } (5 \times 2), (8 \times 2) = 10, 16$$

৪০। পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭৪ বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত ১০ বছর পূর্বে ছিল ৭ : ২। ১০ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে?

- (ক) ৯ : ৭
- (খ) ৭ : ২
- (গ) ৩১ : ১৬*
- (ঘ) ৭ : ৩

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭৪ বছর

১০ বছর পূর্বে মোট বয়স $৭৪ - ২০ =$
 ৫৪ বছর
১০ বছর পূর্বে বয়সের অনুপাত $৭ : ২$
বা $৪২ : ১২$

বর্তমান বয়সের অনুপাত $(৪২ + ১০) :$
 $(১২ + ১০)$ বছর
১০ বছর পর বয়সের অনুপাত $(৫২ +$
 $১০) : (২২ + ১০)$ বছর
 $= ৬২ : ৩২ = ৩১ : ১৬$ (উত্তর)